খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ১৭ই এপ্রিল,২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

দোয়া যদি সঠিকভাবে করা হয় তাহলে তা এক জাতির ভাগ্য বদলে দিতে পারে।দোয়া সেই অস্ত্রের নাম যা আকাশ এবং পৃথিবীকে বদলে দেয়। সুতরাং যে সংকল্প শক্তি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া হয় এবং যা পূর্ণ ঈমানের পর সৃষ্টি হয় তার মাঝে এবং মানুষের সংকল্প শক্তির মাঝে দু'মেরুর পার্থক্য রয়েছে।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

দোয়ার মাধ্যমে যে কীভাবে বড় বড় কাজ সাধন করা সম্ভব সেই প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার দোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করেন। এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা সম্পর্কেও আলোকপাত করেন যে, যারা সম্মোহন বিদ্যায় দক্ষ হয়ে থাকে তারাও জ্ঞানের এই শাখার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা ধারায় কিছু পরিবর্তন এনে থাকে। কিন্তু সেটি সাময়িক এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে আর তা এমনও হয় না যার ফলে কোন বৈপ্লবিক কল্যাণ লাভ হতে পারে। পক্ষান্তরে দোয়া যদি সঠিকভাবে করা হয় তাহলে তা এক জাতির ভাগ্য বদলে দিতে পারে। যাহোক এই বিষদ আলোচনায় তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা হযরত সুফী আহমদ জান সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ভাষায় এর বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরছি যদ্বারা এটি বুঝা যায় যে, সম্মোহন বিদ্যা বা মেসমেরিজমের মাধ্যমে অন্যের ওপর প্রভাব ফেলাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিরূপ দৃষ্টিতে দেখতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা কী? তা শুধুমাত্র কয়েকটি খেলা বা ক্রীড়া কৌতুকেরই নাম কিন্তু দোয়া সেই অস্ত্রের নাম যা আকাশ এবং পৃথিবীকে বদলে দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখনও দাবি করেন নি, শুধু 'বারাহীনে আহমদীয়া' লিখেছিলেন। সুফী এবং আলেমদের মাঝে এর ব্যাপক খ্যাতি ছড়িয়ে পরে। পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব এবং পীর ইফতেখার আহমদ সাহেবের পিতা সুফী আহমদ জান সাহেব সেই যুগের অসাধারণভাবে খোদার নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিজ্ঞাপন পাঠের পর তিনি তাঁর সাথে পত্রালাপ আরম্ভ করেন আর এই বাসনা ব্যক্ত করেন যে, যদি কখনও লুধিয়ানা আসেন তাহলে আসার পূর্বেই আমাকে সংবাদ দিবেন। কাকতালীয় ভাবে সেই দিনগুলোতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লুধিয়ানা যাওয়ার সুযোগ হয়। সুফী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমন্ত্রণ জানান। নিমন্ত্রণের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার ঘর থেকে ফিরে আসার সময় সুফী আহমদ জান সাহেবও সাথে যাত্রা করেন। যাহোক রাস্তায় সুফী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমি এত বছর রতর-সতরের পীরের খিদমত করেছি। এরপর সেখান থেকে আমার এত শক্তি লাভ হয়েছে যে, দেখুন! আমার পিছনে যে ব্যক্তি আসছে যদি আমি মনোসংযোগ করে তার ওপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে সে এখনই মাটিতে পড়ে ছটফট করবে। অর্থাৎ সম্মোহন শক্তির মাধ্যমে এমন হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে যান আর নিজের ছড়ি দ্বারা ধীরে ধীরে সেভাবে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করেন এবং বলেন, সুফী সাহেব! এই ব্যক্তি ভূপাতিত হলে আপনারই বা কী লাভ হবে আর তারই বা কী লাভ হবে? সুফী সাহেব যেহেতু সত্যিকার অর্থে খোদা প্রেমিক মানুষ ছিলেন আর খোদা তা'লা তাকে দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে রেখে ছিলেন তাই এ কথা শুনতেই তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে যান এবং বলেন যে, আমি আজ হতেই এই জ্ঞান চর্চা করা হতে তওবা করছি বা

বিরত হচ্ছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, এটি জাগতিক বিষয়, ধর্মীয় কোন বিষয় নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, এই যে আমি বললাম যে, খোদা তা'লা তাকে দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিলেন আমাদের কাছে এর এক আশ্চর্যজনক প্রমাণ রয়েছে আর তা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন পর্যন্ত কেবলমাত্র বারাহীনে আহমদীয়াই লিখেছিলেন যে, তিনি অর্থাৎ সুফী সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ব্যক্তি মসীহ্ মওউদ হতে যাচ্ছেন অথচ তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছেও এটি স্পষ্ট হয়নি যে, তিনি কোন দাবি করতে যাচ্ছেন। তাই সে যুগেই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে এক পত্রে এই পঙতি লিখেছেন যে পঙতির কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, তিনি লিখেছেন, "হাম মারিযো কি হে তুম হি পে নিগাহ্, তুম মসীহা বানো খোদা কে লিয়ে" অর্থ- আমরা যুগের ব্যধিগ্রস্ত লোকদের তোমার সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ, তুমি খোদার খাতিরে যুগের চিকিৎসক হিসেবে আবির্ভূত হও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি থেকে বুঝা যায় যে, তিনি দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা রাখতেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে অবহিত করেছিলেন যে, এ ব্যক্তি মসীহ্ মওউদ হতে যাচ্ছেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বেই ইন্তেকাল করেন কিন্তু তিনি নিজ সন্তান-সন্ততিকে এই তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে যান যে, হযরত মির্যা সাহেব দাবি করবেন, তাঁকে মানতে গিয়ে কালক্ষেপন করবে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন যে, তার আরো একটি পরিচয় হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র বিয়েও তার ঘরেই হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তার জামাতা ছিলেন।

এরপর মিসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা সংক্রান্ত একটি ঘটনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে ঘটেছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রেরীত মহাপুরুষের ওপর যে মিসমেরিজম করেছে তাকে শুধু ব্যর্থই করেননি বরং নিদর্শন দেখিয়েছেন। একবার তিনি (আ.) মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন এক হিন্দু যে কিনা লাহোরের কোন এক বিভাগের হিসাব রক্ষক ছিল, হুযূর বলছেন এটি নিশ্চিতভাবে মসজিদে মোবারকেরই ঘটনা, এবং মিসমেরিজমে অনেক দক্ষ ছিল। সে কোন বারাতের অর্থাৎ বর যাত্রীদের সাথে এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাদিয়ান আসে যে, আমি মির্যা সাহেবের ওপর মেসমেরিজম করব আর তিনি মজলিসে বা বৈঠকে বসে নাচতে বা নৃত্য করতে আরম্ভ করবেন (নাঊযুবিল্লাহ্) আর এভাবে মানুষের মাঝে তিনি হেয় প্রমানিত হবেন। এই উদ্দেশ্যে একটি বিয়ে উপলক্ষে আমি কাদিয়ান যাই। মজলিস বা বৈঠক চলছিল আর আমি দরজায় বসে মির্যা সাহেবের ওপর মনোসংযোগ আরম্ভ করি। তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ওয়াজ নসীহত মূলক কিছু কথা বলছিলেন। সেই ব্যক্তি বলে যে, আমি মনোসংযোগ করি কিন্তু তাঁর ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। আমি ভাবলাম তাঁর সংকল্প শক্তি কিছুটা দৃঢ় তাই আমি পূর্বের চেয়ে বেশি মনোসংযোগ করা আরম্ভ করি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ওপর কোন প্রভাব পড়েনি আর তিনি একইভাবে তাঁর আলাপচারিতায় রত থাকেন। তখন আমি ভাবলাম যে, তাঁর সংকল্প শক্তি আরও দৃঢ় তাই আমি আমার যা কিছু জানা ছিল তার পুরোটা কাজে লাগাই আর নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করি। কিন্তু আমি যখন সর্বশক্তি নিয়োজিত করলাম তখন আমি দেখলাম যে, এক সিংহ আমার সামনে বসে আছে আর আমার ওপর আক্রমনে উদ্বত। এক জায়গায় এটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক বারই সিংহ দেখা যেত কিন্তু শেষ বার সেই সিংহ আক্রমনের জন্য উদ্বত দেখা দিল। যাহোক সে বলে যে, সিংহ দেখে ভয়ে আমি আমার জুতা নিয়ে সেখান থেকে ছুটতে থাকি। আমি যখন দরজার কাছে পৌঁছলাম তখন মির্যা সাহেব তাঁর শিষ্যদের বলেন, দেখ তো এ ব্যক্তি কে। তখন এক ব্যক্তি আমার পিছনে সিড়ি বেয়ে নীচে আসে এবং মসজিদের পাশের চত্তরে সে আমাকে ধরে ফেলে। আমি

যেহেতু তখন কান্ডজ্ঞানশূন্য ছিলাম তাই আমি সেই ব্যক্তিকে বললাম যে, এখন আমাকে যেতে দাও কেননা আমার কান্ডজ্ঞান সঠিকভাবে কাজ করছে না। আমি পরে পুরো ঘটনা মির্যা সাহেবকে লিখে পাঠাব। তাই তাকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে সে এই পুরো ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লিখে পাঠায় এবং বলে যে, আমি অপরাধ করেছি। আমি আপনার পদমর্যাদা চিনতে পারিনি বা বুঝতে পারিনি তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, সুতরাং যেই সংকল্প শক্তি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া হয় এবং যা পূর্ণ ঈমানের পর সৃষ্টি হয় তার মাঝে এবং মানুষের সংকল্প শক্তির মাঝে দু'মেরুর পার্থক্য রয়েছে।এরপর একবার এটি বর্ণনা করতে গিয়ে যে, জাতিগত উন্নতির জন্য কি কি প্রয়োজন এবং ধর্মীয় বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমান কেমন পর্যায়ে ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য তাঁর আত্মাভিমান কেমন পর্যায়ের ছিল, তিনি বলেন,

জাতিগত উন্নতির জন্য সকল সত্য বা পুরো সত্যকে আত্মস্থ করা বা ধারন করা আবশ্যক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাসলা মাসায়েল এবং বিশ্বাস সম্পর্কেও এমন নয় যে, শুধু ওফাতে মসীহ্র ওপর বিশ্বাস করবো। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাস করা কেন আবশ্যক? হযরত ঈসা (আ.) এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত বিশ্বাসের যেই বিষয়টি আমাদের পীড়া দেয় তা হলো, একে তো ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসের ফলে তার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত হয় অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম মর্যাদার কোন নবী পূর্বেও আসেনি আর পরেও আসবে না। আর ঈসা (আ.)-কে জীবিত মানলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ঈসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত হয় অথচ তিনি (সা.)-ই সারা বিশ্বের সত্যিকার অর্থে সংশোধন করেছেন। আর এই বিশ্বাস ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী। আমরা তো এক মুহূর্তের জন্যও এমন ধারণা নিজেদের হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না যে, ঈসা (আ.) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ ছিলেন আর এই বিশ্বাসের ফলে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাটির নিচে কবরস্থ আছেন আর হযরত ঈসা (আ.) চতুর্থ আকাশে বসে আছেন ইসলামের চরম অসম্মান বা অবমাননা হয়।

ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকায় বিশ্বাস করলে দ্বিতীয় কথা যা আমাদের পীড়া দেয় তা হলো, এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রভাবিত হয়। এই দু'টো কারণেই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের জোর দিতে হয়। যদি এই কথাগুলো না হতো তাহলে ঈসা (আ.) আকাশে থাকুন বা মাটিতে তাতে আমাদের কিছুই যেতো আসতো না। কিন্তু যেহেতু তার আকাশে আরোহন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের অসম্মানের কারণ হয়ে থাকে আর তৌহীদের পরিপন্থী হয় তাই আমরা এই বিশ্বাসকে কীভাবে সহ্য করতে পারি? আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি উঠাতেন তখন তিনি আবেগ বা উত্তেজনার বশে কাঁপতে থাকতেন আর তাঁর কণ্ঠস্বর এত প্রতাপান্বিত হতো যে, মনে হতো তিনি যেন ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত বিশ্বাসকে টুকরো টুকরো করছেন। তাঁর অবস্থা তখন সম্পূর্নভাবে বদলে যেত। তিনি (আ.) যখন এই বক্তৃতায় রত থাকতেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে এক বিশেষ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হতো আর এমন মনে হতো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিংহাসনে ঈসা আসীন হয়েছেন যিনি তাঁর সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছেন আর তিনি (আ.) তার অর্থাৎ ঈসার কাছ থেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিংহাসন ফিরিয়ে নিতে চান। তো এই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমান।

আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে কোন উচ্চ পদে আসীন করেন (হুযূর বলছেন এটি ঘটনা নয় বরং মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এটি বর্ণনা করেছেন) তখন তাকে কীভাবে পথের দিশা দেন আর কীভাবে তাদের আভ্যন্তরীন চিত্র তাদের সামনে প্রকাশ করেন সেই সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষ যখন সুউচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয় অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'লা দাঁড় করান সে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আপনা আপনিই দিক নির্দেশনা লাভ করে আর এমন প্রচ্ছন্ন দিক নির্দেশনা সে লাভ করে যাকে ইলহামও বলা যায় না আবার সেটি সম্পর্কে আমরা এটিও বলতে পারি না যে, তা ইলহাম থেকে ভিন্ন কিছু। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, অনেক মানুষ যখন আমার সামনে আসে তখন তাদের ভিতর থেকে আমি এমন কিরণ বের হতে দেখি যা থেকে আমি বুঝতে পারি যে, তাদের ভিতর এই এই ত্রুটি আছে বা এই এই গুণাবলী রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সেই ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করার অনুমতি থাকে না। আল্লাহ্ তা'লার এটিই রীতি যে, যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ নিজের ফিতরত বা আভ্যন্তরীন অবস্থা নিজেই তুলে না ধরে তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন না। তাই এই রীতির অধীনে নবীগণ এবং তাঁদের ছায়ায় যারা বসবাস করে তাদেরও রীতি হলো, তারা ততক্ষন পর্যন্ত কোন ব্যক্তির অভ্যন্তরীন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা কারও সামনে উল্লেখ করেন না যতক্ষন সেই ব্যক্তি নিজের রোগ ব্যাধি নিজেই প্রকাশ না করে দেয়। সুতরাং ১৯০৪ সনে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোর যান তখন সেখানে এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। এক অ-আহমদী উকিল বন্ধু শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবও সেই বক্তৃতায় বা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বক্তৃতা চলাকালে আমি দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাথা থেকে নূরের একটি স্তম্ভ নির্গত হয়ে আকাশের দিকে যাচ্ছে। তখন আমার সাথে আরো এক বন্ধুও বসে ছিলেন। আমি তাকে বললাম যে, দেখ তো সেটি কী? দ্বিতীয় বন্ধুও সেটি দেখে তাৎক্ষনিকভাবে বলেন যে, এটি তো আলোর এক স্তম্ভ যা হযরত মির্যা সাহেবের মাথা থেকে বের হয়ে আকাশ পর্যন্ত প্রলম্বিত রয়েছে। শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের ওপর এই দৃশ্যের এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি সেই দিনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেন।

এগুলো এমন সব নির্দশন যা দেখে মানুষ ঈমান লাভ করেছে আর শুধু তাই নয় বরং নিদর্শনের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতি রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা এখনও মানুষের সামনে প্রকাশ করে চলেছেন যেমন গত এক জুমুআ পূর্বের খুতবায় সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাও আমি বর্ণনা করেছিলাম।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক বৈঠকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে এক বন্ধু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে লিখেছে যে, আমার বোনের কাছে জ্বীন আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে পত্র লিখেন যে, আপনি সেই জ্বীনদের এই বার্তা পৌঁছে দিন যে, একজন মহিলাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ বা বিরক্ত করছ। যদি কষ্ট দিতেই হয় বা বিরক্ত করতেই হয় তাহলে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী বা মৌলভী সানাউল্লাহ সাহেবকে গিয়ে কষ্ট দাও বা বিরক্ত কর। এক হতভাগিনী মহিলাকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিদর্শনাবলী এবং মোজিযা হতে কতক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। এর কিছু আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি আব্দুল করীম সাহেব নামের এক ব্যক্তির ঘটনা শুনাচ্ছি যিনি কাদিয়ানের স্কুলে পড়াশুনা করতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে বাউলো বা পাগলা কুকুর কামড়ে দেয় যার ফলে তাকে চিকিৎসার জন্য কাসৌলি পাঠানো হয় এবং বাহ্যত তার চিকিৎসা সফল হয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসার কিছুদিন পর তার মাঝে রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। তখন কোন চিকিৎসা চেয়ে কাসৌলি টেলিগ্রাম পাঠানো হয় কিন্তু উত্তর আসে যে, nothing can be done for Abdul Karim অর্থাৎ দুঃখের বিষয় যে, এখন আর আব্দুল করীমের চিকিৎসা সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-কে তার রোগের কথা অবহিত করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে গভীর সহানুভূতি জাগে এবং তিনি তার আরোগ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে গভীর সহানুভূতি জাগে এবং তিনি তার আরোগ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। যাহোক এই দোয়ার ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তা হলো, রোগের হামলার পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করেন অথচ মানুষের সৃষ্টি হতে অদ্যবধি এমন রোগী কখনও আরোগ্য লাভ করেনি। সুতরাং এটি প্রমাণিত হলো যে, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্ধ্বেও এক হাকিম সত্তা রয়েছেন যার হাতে আরোগ্য আছে।

তিনি (রা.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমেরিকা থেকে দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা আসে। তাদের এক পুরুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তাঁর দাবী সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আলোচনাকালে হযরত মসীহ্ নাসেরী বা ঈসা (আ.)-এর কথা উল্লেখিত হয়। সেই ব্যক্তি বলে যে, তিনি তো খোদা ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, তার খোদা হওয়ার তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে? সে বলে যে, তিনি নিদর্শনাবলী বা মোজিযা দেখিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, নিদর্শনাবলী তো আমরাও প্রদর্শন করি। সে ব্যক্তি বলল যে, আমাকে কোন মোজিযা বা নিদর্শন দেখান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তর দেন যে, তুমি স্বয়ং আমার মোজিযা বা নিদর্শন। অর্থাৎ যে আমেরিকান প্রশ্ন করেছে তাকে বলেন যে, তুমি স্বয়ং আমার নিদর্শন বা মোজিযা। এটি শুনে সে হতভম্ব হয়ে যায় আর বলে যে, আমি কীভাবে মোজিযা বা নিদর্শন হতে পারি। তিনি (আ.) বলেন, কাদিয়ান অতি ক্ষুদ্র এবং অপরিচিত একটি গ্রাম ছিল। তুচ্ছাতিতুচ্ছ খাদ্যসামগ্রীও এখানে পাওয়া যেত না এমনকি এক রূপিয়ার আটাও পাওয়া যেত না। আর কারও প্রয়োজন হলে সে গম নিয়ে পিষাত। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমি তোমার নামকে পৃথিবীতে সমুন্নত করব আর সারা পৃথিবীতে তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। চতুর্দিক থেকে মানুষ তোমার কাছে আসবে এবং তাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দের উপকরণও এখানেই চলে আসবে। ইয়া'তূনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক্ব অর্থাৎ সকল জাতি এবং সকল দেশের মানুষ তোমার কাছে আসবে। ইয়া'তীকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক্ব অর্থাৎ আর এত বেশী মানুষ আসবে যে, তারা যে সকল পথ ধরে আসবে সেগুলো গর্তবহুল এবং গভীর হয়ে যাবে। এখন দেখ যে, পথ কতটা গর্তবহুল হয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, তুমি আমেরিকা থেকে আমার কাছে এসেছ। আমার সাথে তোমার কী সম্পর্ক ছিল? যতক্ষণ আমি দাবি করি নি কে আমাকে জানত? কিন্তু আজ তুমি এত দূর থেকে আমার কাছে হেঁটে এসেছ এটিই আমার সত্যতার নিদর্শন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন যে, আমার সত্যতার স্বপক্ষে লক্ষ লক্ষ নিদর্শন দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে, এত বেশী নিদর্শন দেখানো হয়েছে যে, তা গুনেও শেষ করা যাবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক নির্বোধ এমন আছে যারা বলে যে, এত সংখ্যক তো মির্যা সাহেবের ইলহামও নেই তাহলে নিদর্শনাবলী কীভাবে এত বেশী হতে পারে? কিন্তু যারা বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তারা খুব ভালভাবেই জানে যে, লক্ষ লক্ষ নিদর্শন তো একটি মাত্র ইলহাম থেকেও প্রকাশ পেতে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, আমার সত্যতার পক্ষে আল্লাহ্ তা'লা লক্ষ লক্ষ নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। এটি একেবারেই সত্য এবং সঠিক কথা আর এতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন যে, আমার মতে তো আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) সত্যতার পক্ষে এত নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, তা গুনেও শেষ

করা যাবে না কিন্তু এগুলো কাদের জন্য নিদর্শন? এই যে নিদর্শন দেখিয়েছেন সেটি কাদের জন্য? শুধু তাদেরই জন্য যাদের বিবেক-বুদ্ধি আছে।

আজও কাদিয়ানের উন্নতি এ কথার স্বাক্ষী। মানুষ আজও কাদিয়ান গেলে এজন্য যায় যে, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রাম। এ কারণে যায় না যে, এটি একটি শহর আর সাধারণ শহরের মতো এর জনবসতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উন্নতি করছে বা শহর বিস্তার লাভ করেছে। সেখানকার ব্যবসায়ীরা আজও এই আশায় বসে থাকে যে, এখানে জলসা হবে যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সূচীত আর এর মাধ্যমে আমাদের ব্যবসা উন্নতি করবে। তো এই শহরে এই উন্নতি এবং অ-আহমদীদেরও আর্থিক দিক থেকে যে উন্নতি হচ্ছে সেটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে হচ্ছে। যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর মানুষ তাঁর কাছে আসে এবং তারাও এতে লাভবান হয় এবং লা ইয়াশ্কা জালীসুহুম-এর কল্যাণে তারাও নিয়ামত লাভ করেছে। তাই এসবই তাঁর সত্যতার নিদর্শন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার ভালভাবে মনে আছে যে, এক মৌলভী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসে এবং বলে যে, আমি আপনার কোন নিদর্শন দেখতে এসেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেসে উঠেন এবং বলেন যে, মিঞাঁ! তুমি আমার বই হাকীকাতুল ওহী পড়ে দেখ। তুমি জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সমর্থনে কত নিদর্শন দেখিয়েছেন। তুমি সেগুলো থেকে কতটা লাভবান হয়েছ যে, আরও নিদর্শন দেখতে এসেছ।

সুতরাং যদি সেই ব্যক্তি দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিটে পরিপূর্ণতা লাভকারী দু'চারটি ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করত তাহলে আমরা তার কেবল দু'বছরই নয় বরং দু'শ বছরে পরিপূর্ণতা লাভকারী ভবিষ্যদ্বাণীতেও বিশ্বাস স্থাপন করতাম। আর বলতাম যে, যেহেতু আমরা দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিটে পরিপূর্ণতা লাভকারী ভবিষ্যদ্বাণী দেখেছি তাই এই দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণীও অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ ধরণের স্বল্পমেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা না দেখিয়েই দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যাদ্বাণী করে তাহলে আমরা বলব যে, এটি বিবেক পরিপন্থি। সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী তো তাঁর জীবদ্দশায়ও পূর্ণ হয়েছে আর আজও পূর্ণ হচ্ছে। আমি যেভাবে বলেছি যে, জামাতের নিত্য দিনের উন্নতিই এর প্রমাণ।

আল্লাহ্ তা'লা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বা যেভাবে পূর্ণ হচ্ছে এর কল্যাণে যারা দেখতে পায় না তাদেরকেও দৃষ্টি শক্তি দিন যেন তারা তা দেখতে পায়। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও প্রতি ক্ষন প্রতিটি মুহূর্ত ঈমানে উত্তরোত্তর দৃঢ়তা দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (17th April 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

....

....

......

....

....

From :Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hazipur, Diamond Harbour, 743331, 24 parganas(s), W.B